প্রসঙ্গ কথা

প্রধানমন্ত্রীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তি স্থাপন

আওয়ামী লীগকে ভুলে যাওয়া প্রসঙ্গ

আবু আখতার

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাপনা প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে। ডাটা পড়েছে সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে। উল্লেখ করার মত নতুন কোন প্রকল্পও গ্রহণ করা হয়নি। উল্টো পুরনো চলতি প্রকল্পগুলোর কার্যক্রম বন্ধ করা, আবার তার কোন কোনটি চালু করা– ইত্যাদি ধরনের চালবাজি চালানো হচ্ছে। মাদ্রাসা শিক্ষা তথা ধর্মীয় শিক্ষার তোলা হয়েছে জাঁ কাঁদানি। এই পরিস্থিতিতে দেশবাসী হতবাক– তাহলে বিষয়টা হচ্ছে কি? সম্ভবত সরকারের স্তাবক গ্রুপ এই হতবাক পরিস্থিতি কাটাতে কি করা যায়, তা নিয়ে গবেষণা করে একটা প্রকল্প দাঁড় করেছে। আর এই প্রকল্পটিই হল ডজনখানেক নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার প্রকল্প। সেও কোন সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় নয়– একেবারে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। এ জন্য চালানো হচ্ছে এক পরিকল্পিত প্রচার মহড়া। চালানো হচ্ছে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনেরও মহড়া। আরও চালানো হচ্ছে নামকরণের প্রচেষ্টা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য এবং তাঁর স্তাবকরা সেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল, অডিটোরিয়াম ইত্যাদির নামকরণের জন্য বিশেষভাবে বিনিদ্রই রয়েছেন। সময় পেলে হয়ত একদিনের মধ্যেই তিনি ডজনখানেক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি দেয়া, প্রতিটির হল, অডিটোরিয়াম, খেলার মাঠ ইত্যাদির নামকরণ করে তারও ভিত্তি দিতেন। অবশ্য সময় চলে যায়নি। এখনো তিনি ক্ষমতায় আছেন। সুতরাং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের মাধ্যমে নিজেকে অমর করে রাখার জন্য যে কোন মুহূর্তে এই কাজগুলো সমাপ্তও করতে পারেন।

একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে যাদের ন্যূনতম স্থান আছে, অবশ্য তারা বলছেন ভিন্ন কথা। তাঁদের মতে, কোন একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞাপন করতে কত টাকা, কত সময় কতটা জনবল, প্রয়োজনীয় ঘর-দোর, প্রয়োজনীয় উপকরণ আবশ্যক সে বিষয়ে সম্যক কোন জ্ঞান না থাকাই এর মৌল কারণ হতে পারে। বিশেষত এই যুগের চাহিদামত একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামো স্থাপনের যে ব্যয় তা মেটানোই অনেক কঠিন।

বর্তমানে ঢাকায় যে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়টি রয়েছে তার বিকাশ এবং এ পর্যন্ত অর্জিত অগ্রগতি দেখেই তা বোঝা যায়। সাধারণভাবেও যে ক'টি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি কলেজের অপূর্ণতা দেখেও তা বুঝতে কারও কষ্ট হয় না। যা হোক, সীমাবদ্ধতার এই বাস্তবতা জানা থাকা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী ইতোমধ্যেই রংপুরে একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি দিয়েছেন। ওদিকে সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল, অডিটোরিয়াম ইত্যাদির নামকরণও করা হচ্ছে। রংপুরের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারে কি ঘটেছে তা পরে বলব। কারণ একটা ভয়াবহ সংকট সৃষ্টি হয়েছে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের হল ইত্যাদির নামকরণ নিয়ে একটা বিতর্ক শুরু হয়েছে। বিতর্কের এক পক্ষ সিন্ডিকেট অর্থাৎ সরকার। অপর পক্ষ স্থানীয় জনসাধারণ। সিন্ডিকেট সিদ্ধান্ত নিয়েছে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রথম ছাত্রী হলটির নাম শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নামে হবে।' আর প্রস্তাবিত ছাত্র হলের নাম হবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে। অন্যান্য ভবনের নাম হবে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সত্যেন বোস, ডঃ কুদরত-ই-খুদা, ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, ডঃ জিসি দেবের নামে। বাকি দু'টি ভবনের নাম হবে বঙ্গবীর এম এ জি ওসমানী ও জোবায়দা রহীম চৌধুরী নামে। এখন শোনা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামের নাম ঠিক হচ্ছে মরমী কবি হাসন রাজার নামে। এসব নামকরণের সিদ্ধান্ত এসেছে সিন্ডিকেট থেকে। পক্ষান্তরে সিলেটবাসীর প্রস্তাব হল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামের হলটির নামকরণ করতে হবে গাজী বুরহানউদ্দিনের নামে এবং জাহানারা ইমাম নামের হলটির নামকরণ করতে হবে সিরাজুন্নেসার নামে। এখন কথা হল এই ব্যক্তি কে? রজব আলী ছিলেন একজন হাবিলদার। তিনি ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম শহীদ। তিনি শুধু মুসলমান হওয়ার জন্য ইতিহাসে থেকে গেলেন প্রচ্ছন্ন।

আর সূর্যসেন সন্ত্রাসী দলের পরিচালক হয়েও হলেন দেবতা। তাই তার নামে হল সূর্যসেন হল। দাবীকারীরা এ প্রশ্ন তোলেনি– তারা শুধু ১৮৫৭ সালের এই বীর শহীদের নামে হলটির নামকরণ চেয়েছে। আর সিরাজুন্নেসা চৌধুরী হলেন বর্তমান স্পীকার হুমায়ুন রশীদ

ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে ভিত্তি দিতে গিয়ে কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। কিছু বাড়তি কথাও বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। অসহ্য হলেও কথাগুলোর জবাব দিতে চায় রংপুরবাসী। পত্রিকার খবরে জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, রংপুরবাসী আওয়ামী লীগকে ভুলে গেলেও আমরা রংপুরবাসীদের ভুলিনি– "বিগত নির্বাচনে আমরা কম আসন পেলেও রংপুরের উন্নয়নে সমানভাবে আমরা কাজ করছি।" (ইত্তেফাক, ২৫-৭-৯৯)

প্রধানমন্ত্রীর এ কথাগুলো আদৌ সত্য নয়। রংপুরবাসী এখন এ কথাও বলছে না। রংপুরবাসীর পরিষ্কার কথা হল তাঁরা কখনই আওয়ামী লীগকে ভোলেনি, ভুলবেও না। গত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ রংপুরে কম আসন পেয়েছে এই অভিযোগটিও সর্বৈব মিথ্যা মনে করেন রংপুরের নির্বাচকমণ্ডলী।

কারণ তারা আওয়ামী লীগকে নির্বাচিত করেনি। আওয়ামী লীগকে নির্বাচিত করেছে বিপুল পরিমাণ টাকা, সন্ত্রাসী ব্যক্তি, প্রশাসন। সমানভাবে রংপুরের উন্নয়ন করা হচ্ছে– এটাও সত্য কথা নয়। কারণ শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর পুরনো প্রকল্পগুলোরই বাস্তবায়ন হচ্ছে। নতুন এবং উল্লেখ করার মত কোন প্রকল্প গত সাড়ে তিন বছরে নেয়া হয়নি।

সুতরাং সমান কাজ বলতে তিনি কি বুঝিয়েছেন, তা জনগণ জানতে চায়।

জনগণ দেখছেন রংপুরে '৭২-৭৫ আওয়ামী আমলের রংপুর এখন আর নেই। "বিগত ২১ বছরে" ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। বরং আওয়ামী আমলে সেই পরিবর্তনের ধারায় ভাটা পড়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি দিয়েছেন। এই ভিত্তি দিয়েছেন কারমাইকেল কলেজের জমিতে এবং একই ক্যাম্পাসে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হবার খবরটি রংপুরবাসীর জন্য আনন্দের হলেও বহু বেদনারও বিষয় হয়ে উঠেছে। কেননা, ঐ কারমাইকেল কলেজটি এখন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ হওয়া সত্ত্বেও পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় করা হল না। অথচ এই কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় করার দাবী ৩০/৩৫ বছরের। যদি কলেজটি সরকারী করা না হত

তো তার নাম দেয়া হয়েছে। আর কতটা এমন দরকার? অনেকে বিরক্তির সুরেই বলেন, এবার ইচ্ছা করলে শেখ হাসিনার সরকার বাংলাদেশের নামই পাল্টাতে পারত। নামকরণ করতে পারত 'বঙ্গবন্ধু দেশ'।

এসব কথা বলার ইচ্ছে ছিল না, বলতে হল বলে খুবই কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু উপায় কি? জনাব মুনতাসীর মামুন, জনাব রাশেদ খান মেনন প্রমুখরা সিলেটবাসীর প্রতিবাদকে যেভাবে আখ্যা দিয়েছেন তাতে আপত্তি না তুলে পারা যায় কি? বিএনপি, জামায়াতসহ সকল বিরোধী দল এবং স্পীকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ যৌথভাবে এসব দাবী-দাওয়া তুলেছে বলে সবাই হয়ে গেছে মৌলবাদী, স্বাধীনতাবিরোধী ইত্যাদি। এ কথা পাগলও বোঝে যে, সরকারী দল সরকারের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে না। অন্তত বাংলাদেশে এর কোন দৃষ্টান্ত নেই। আর যারাই সরকারের বিরোধিতা করছে তারাই হয়ে উঠছে মৌলবাদী চক্র। প্রশ্ন হল– তারা মৌলবাদী হলে গণতন্ত্র চলবে কাদের দিয়ে। আওয়ামী লীগতো ২০/২৫ ভাগের বেশী নয়। যাক, সিলেটের কথা থাক। এখন আসছি রংপুরের বিষয়ে। রংপুরে বিজ্ঞান

৪ কিলোমিটার দূরে জিলা স্কুল মাঠে সেই জনসভা করতে হয়। প্রধানমন্ত্রীকে স্বীকার করতেই হবে যে, তিনিও রংপুরবাসীর আওয়ামী লীগকে স্মরণ করার অন্তত একটি কাজ করেছেন। আর তিনিও রংপুরবাসীর ভালবাসার এই নমুনা ভুলবেন না।

শুধু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাই নন, তার পিতাও জীবিতকালে এমন কিছু কাজ করেছেন, যাতে রংপুরবাসী আওয়ামী লীগকে ভোলার কোন প্রশ্নই ওঠে না। রংপুরবাসীর অবদান আছে। ভাষা আন্দোলনে, '৬৯-এর গণআন্দোলনে, '৭০-৭১-এর সংগ্রামে। রংপুরবাসীর এই অবদান বাংলাদেশের ওপর যে কোন অংশের চেয়ে কম নয়। শেখ মুজিবের ৭ মার্চের যে বক্তৃতাকে পুঁজি করে আওয়ামী লীগ রাজনীতির ব্যবসা করছে, সেখানেও 'রংপুর'-কে স্বীকার করা হয়েছে।

কে না জানে যে, রংপুরবাসী হাজার হাজার মানুষ ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করেছিল।

ঐদিন হাজার হাজার মানুষের ওপর স্বয়ংক্রিয় ভারী মেশিনগান থেকে গুলী চালানো হয়েছিল। মানুষের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল রংপুর ক্যান্টনমেন্টের আশপাশের এলাকা। সেদিনের নিহত, আহত ও পরবর্তীতে পঙ্গু হওয়া মানুষের খবর কেউ সংগ্রহ করেনি। এছাড়াও ১৯৭১-এর ২৬ মার্চের পর প্রতিরাতে আর্তনাদ শোনা যেত ঘাগট নদীর দমদমা সেতুর নিকটে। শোনা যেত গুলীর আওয়াজ। পরদিন দেখা যেত বালুতে ছোপ ছোপ রক্ত। দেখা যেত মাটিতে পোঁতা গাদা গাদা মানুষের লাশ।

এই পরিস্থিতি ছিল রংপুরের চারদিকের। জানা গেছে, এতে ছিলেন কারমাইকেল কলেজের বহু অধ্যাপক, জেলার আইনজীবী, সমাজসেবী। মনে পড়ে বাসুমিয়া, জর্জেস সাহেব এবং আরও অনেকের কথা। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে এসব নিহতের কোন খবর করা হয়নি। মুজিব হতে শেখ হাসিনা পর্যন্ত কেউই এ বিষয়ে যত্নবান হননি। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস কতজনাই তো লিখেছেন; এদের বিস্তারিত বিবরণ কি তাতে আছে? এজন্যই আওয়ামী লীগকে রংপুরবাসী কোনদিনও ভুলতে পারে না। অবশ্য এ বিষয়ে শেখ মুজিব চ্যাম্পিয়নের ভূমিকা পালন করেছেন।

কারও ভুলে যাবার কথা নয় যে, ১৯৭৪ সালে দেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে লাখ লাখ মানুষের মৃত্যু ঘটেছিল।

আর এই দুর্ভিক্ষে সর্বাধিক খারাপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল রংপুরে। দুর্ভিক্ষ চলেছে দুই মাস। গ্রামকে গ্রাম বিরান হয়ে গেছে। হাজার হাজার কঙ্কালসার মানুষ রাস্তাঘাটে, লঙ্গরখানায় অনাহারে মারা গেছে। অভাবে মানুষ গাছপালার পাতা খেয়েছে। এমনকি মানুষের বমি মানুষ খেয়ে ফেলেছে। মা তার সন্তান ফেলে চলে গেছে। স্বামী তার স্ত্রী-সন্তান ছেড়ে চলে গেছে। ৫০ পয়সার জন্য ষোড়শী যুবতী দেহ বিক্রি করেছে। অর্থাভাবে হিন্দুর মরদেহ পোড়ানো সম্ভব হয়নি। মুসলমানের লাশ দাফন হয়নি। কলাপাতায় হিন্দু-মুসলমানের লাশ পেঁচিয়ে পুতে ফেলা হয়েছে। আর এই সময়টাই ছিল আওয়ামী নেতা-কর্মীদের ২/৪ পুরুষের জন্য সম্পদ আহরণের উৎকৃষ্ট সময়। রক্ষীবাহিনী ও প্রশাসন ছিল তাদের সাহায্যকারী। এই অবস্থায় রংপুরবাসী প্রতীক্ষা করছিল শেখ মুজিব একবার এসে তাদের পাশে দাঁড়াবে। তারা এও ভেবেছিল যে, রংপুরে তার জামাইর বাড়ী। অন্তত এটুকু ভেবে তিনি আসবেন। রংপুরবাসী এ জন্য শেখ মুজিবের নামে বহু টেলিগ্রামও করেছিল। কিন্তু সেই দুর্ভিক্ষে শেখ মুজিব রংপুরে যাবার সময় পাননি।

তিনি তখন ঢাকায় ব্যস্ত ছিলেন অভ্যর্থনা, সংবর্ধনাসহ

দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ: DEC. 19 1999
পৃষ্ঠা: ৫